পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়ন বাস্তবায়নে ব্যাংক ঋণ নেয়া হচ্ছে বিলাসিতার জন্য নয় : প্রধানমন্ত্রী

দেশে পরিকল্পকল্পিতভাবে হতাশা ছড়ানো হচেচ্ছ

–বাসস : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সকল পেশাজীবীকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই বিচার দেশকে যুদ্ধাপরাধের কলঙ্ক এবং অশুভ শক্তির থাবা থেকে মুক্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের মাধ্যমে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছি এবং ১৯৭৫ সালের পর শোষণ-বঞ্চনার সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির কবল থেকে জাতিকে অবশ্যই মুক্ত করব। তিনি গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ আয়োজিত এক মহাসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের কোন অঞ্চল তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি এবং যারা তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, তারা কখনো এ স্মৃতি ভুলতে পারে না। ‘১৯৭৫ সালে জাতির জনককে হত্যার পর জিয়াউর রহমান ও এইচএম এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাতকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং জাতিকে শোষণ করে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের থাবা থেকে দেশকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবীর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পেশাজীবী পরিষদ ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে এই সমাবেশের আয়োজন করে। দাবিগুলো হচ্ছে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের বিচার, পেশাজীবীদের দাবি বাস্তবায়ন এবং বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পেশাজীবীদের কর্মপন্থা নির্ধারণ। বিগত ৩ বছরের কম সময়ে জাতির অর্জিত অগ্রগতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর এবং জাতিকে হতাশায় নিমজ্জিত করার মতো বক্তব্য দেয়ার পরিবর্তে আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে, বিলাসিতার জন্য নয়।’ ‘আমরা জনগণের আস্থা অটুট রাখতে চাই এবং তাদের জন্য কাজ করছি’ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সমৃদ্ধ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক বিচারপতি এ এফ এম মেজবাহউদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ‘দেশ তারল্য সংকট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঘাটতির মুখে পড়েছে’ এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের কল্পনাভিত্তিক এ ধরনের রিপোর্ট নাকচ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক দেশের তুলনায় সরকারের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বিপুল খাদ্য মজুতের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট স্থিতিশীল রয়েছে। ‘উদ্বেগের কোন কারণ নেই, আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বৈশ্বিক মন্দার কারণে অনেক দেশ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা এ ধরনের কর্মসূচি সম্প্রসারিত করছি, যা আমাদের শক্তিশালী অর্থনীতির নির্দেশক।

অনুষ্ঠানে পেশাজীবী নেতা কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান, অধ্য কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক আবুল বারাকাত, কৃষিবিদ বাহাউদ্দিন নাসিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল বাসেত মজুমদার এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করতে ব্যর্থ হয়ে এখন জনগণকে বিস্মৃতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের যুবসমাজ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস না জানায় তারা এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাচ্ছে।

সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পেশাজীবীদের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের যুগপৎ

আন্দোলনের ফলে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশ যখন চারিদিকে গভীর সংকটে তখন আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করি। প্রতিবারই দেশের জনগণ দেশকে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য আমাদেরকে ক্ষমতায় পাঠায়।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তূপ থেকে তাঁর প্রশাসন শুরু করেন এবং মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ করেন। ১৯৯৬ সালে আমরাও একটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করি।'

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৬ সালে আমরা জাতিকে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখাতে শুরু করি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমাদের শাসনামল 'জাতির জন্য একটি স্বর্ণযুগ' ছিল। তিনি আরো বলেন, পরবর্তীকালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুঃশাসনের কারণে সকল সাফল্য বিলীন হয়ে যায়। শেখ হাসিনা চারদলীয় জোট সরকারের সময়ের কিছু ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তারা এ সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে আমাদেরকে সংসদেও প্রতিবাদ করতে দেয়নি। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে সত্য বলার দায়ে ১৬ জন সাংবাদিককে জীবন দিতে হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার সাংবাদিককে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় তার দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করেন এবং ২০০৮ সালে ১ কোটি ৪০ লাখ ভুয়া ভোটার বাতিল করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করার জন্য বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও একটি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করে একটি ভাল কাজ করেছেন। আমরা জনগণের এই ভোটাধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তিনি বলেন, 'আমাদের শাসনামলে সকল উপ-নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোন নির্বাচনে আমরা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিনি। এই কারণে গতবছর হবিগঞ্জ উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজয় বরণ করেছে।' নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর খুবই নগণ্য ভোট পাওয়ার কথা উলেক্ষখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপির উচিত এই নির্বাচন থেকে তাদের অবস্থান ও জনপ্রিয়তা পুনঃমূল্যায়ন করে দেখা। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার তথ্য-প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করারও সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার সরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সরকারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যারা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভর্তুকি দেয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তেলভিত্তিক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টের অনুমতি দেয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। গত তিন বছরে আমরা জাতীয় গ্রিডে ২ হাজার ৪শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত করেছি। ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে ভর্তুকি দেয়া না হলে এটা সম্ভব হতো না।

শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার তার সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'প্রথমবারের মতো আমরা সকলের জন্য কমমূল্যে মোবাইল প্রযুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমরাই প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমরা এখন প্রত্যেকের অত্যন্ত কমদামে ল্যাপটপ এবং আইটি সুবিধা পাওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি।' দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা উলেক্ষখ করে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মংলা বন্দরের উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নিরাপদ ও স্বল্প খরচে পরিবহনের স্বার্থে দেশের সকল রেললাইন পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। এছাড়া মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজও শিগগির শুরু হবে। ফলে যানজটের যন্ত্রণা থেকে নগরবাসী স্বস্তি পাবে।

স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে

অভিযুক্ত অপরাধীদের নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশে স্পেনের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত লুইস তেজেদা চাকন গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মান ও আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের বলেন, দেশের সংবিধান অনুযায়ী সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মানবাধিকার সমুন্নত ও সুরায় পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ। শেখ হাসিনা স্পেনের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, স্পেন ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিরাজ করছে। উভয় দেশ জাতিসংঘ এবং ডব্লিউটিও'র মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় অভিন্ন মত পোষণ করে আসছে।

স্পেনের দূত বলেন, ৫০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী স্পেনে বসবাস করছে এবং তারা ওই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, তারা খুবই পরিশ্রমী, আন্তরিক ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানোর পূর্বে তার সরকার শ্রমিকদের আইন ও ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রদূত দূরদর্শী নেতৃত্ব, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করেন।

কানাডা প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

পরে কানাডার ওন্টারিও প্রদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জিএন্ডজি গোবা সলিউশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠককালে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হওয়ায় বাংলাদেশ কানাডার সঙ্গে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয় বরং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অভিন্ন ইস্যু যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার ইস্যু ও নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কানাডার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী। সফররত কানাডীয় মন্ত্রী বলেন, তার দেশ পানি বিশুদ্ধকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ করে বায়ুচালিত বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাসের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতসহ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী।

অ্যাম্বাসেডর এট-লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ ওয়াহিদ উজ জামান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রেস সচিব আবুল কালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

×××××××××